AgEcon SEARCH
RESEARCH IN AGRICULTURAL & APPLIED ECONOMICS

The World's Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library

This document is discoverable and free to researchers across the globe due to the work of AgEcon Search.

Help ensure our sustainability.

Give to AgEcon Search

AgEcon Search
http://ageconsearch.umn.edu
aesearch@umn.edu

*Papers downloaded from **AgEcon Search** may be used for non-commercial purposes and personal study only. No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C.*

No endorsement of AgEcon Search or its fundraising activities by the author(s) of the following work or their employer(s) is intended or implied.

BJAE, VII, 1 (June 1984) Conference Paper

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্বে কৃষি অর্থনীতি শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য

মোঃ ফেরদৌস আলম*

SOME OBSERVATIONS ON THE UNDERGRADUATE LEVEL AGRICULTURAL ECONOMICS EDUCATION AT BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY

Md. Ferdous Alam

ABSTRACT

In this paper, causes of changes in the curriculum and duration of course of undergraduate level agricultural economics education at various points in time have been analysed. Deficiencies and inconsistencies in the present curriculum and syllabus are enumerated and it is suggested that substantial changes in both curriculum and syllabus have to be made to make teaching more effective and useful.

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর পরই ১৯৬৩ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে কৃষি অর্থনীতি শিক্ষা এককভাবে বাংলাদেশের আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হতো না। দেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজসমূহে স্নাতক পর্যায়ে সাধারণ অর্থনীতি পাঠ্যসূচীর মধ্যে কৃষি অর্থনীতি একটি বিষয় হিসেবে শিক্ষা দেয়া হতো এবং এখনও হয়, যেখানে বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিভিন্ন দিক যেমন, কৃষি বিপণন ব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থা, খাদ্য সমস্যা, কৃষি সমবায়, জনসংখ্যা সমস্যা এবং অর্থনৈতিক কাঠামো---এই সব মিলে একটি বিষয়ে হালকা ধারণা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই শিক্ষায় কৃষিবিষয়ক তত্ত্ব ও নীতিমালা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়াস ও সুযোগ খুবই কম।

*সহকারী অধ্যাপক, কৃষি অর্থসংস্থান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

কৃষিভিত্তিক এই বাংলাদেশে সঙ্গত কারণেই কৃষি অর্থনীতিতে পেশাদারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং তার ফলস্বরূপ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি বিভাগ নিয়ে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুষদের পাঁচটি বিভাগ হলো যথাক্রমেঃ কৃষি অর্থনীতি, কৃষি অর্থসংস্থান, সমবায় ও বিপণন, কৃষি পরিসংখ্যান এবং গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান।

২. স্নাতক পর্বে কৃষি অর্থনীতি পাঠ্যক্রমের বিবর্তন

১৯৬১ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর কৃষি প্রকৌশল ও পশু চিকিৎসা অনুষদের স্নাতক কোর্স ছিলো ছয় বছর ও অন্যান্য অনুষদের স্নাতক কোর্স ছিল পাঁচ বছর মেয়াদী। কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের এই পাঁচ বছর মেয়াদী কোর্সের নাম ছিল বি এস সি এজি ইকন। এস, এস, সি, পরীক্ষায় ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করলে একজন ছাত্র এই পাঁচ বছর মেয়াদী কোর্সে ভর্তি হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতো। (বাংলাদেশে এটি ছিল একটি ব্যাতিক্রমধর্মী শিক্ষাপদ্ধতি। কারণ বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক কোর্সে বরাবরই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা ছাত্র ভর্তি করা হতো। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এস, এস, সি, পাশ করা ছাত্র সরাসরি স্নাতক কোর্সে ভর্তি হতো বলে এই কোর্সটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম দু' বছরে পূর্ব-পেশাদারী (Pre-Professional courses of studies) শিক্ষা, পরবর্তী ৩ বছরে পাঠ্যক্রম অনুসারে পেশাদারী শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে পূর্ব-পেশাদারী শিক্ষাপর্বে মূলতঃ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাসহ কিছু কিছু কৃষি ও অর্থনীতির মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদেরকে মাধ্যমিক পর্যায়ের পরপরই সরাসরি কৃষির স্নাতক পর্বে ভর্তি করে পেশাদারী কৃষিভিত্তিক মানসিকতায় অভ্যস্ত করে তোলা যাতে পেশাদারী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পল্লী এলাকার গ্রামে গঞ্জে কৃষকদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে দ্বিধাসঙ্কোচ না থাকে।

উল্লেখ্য যে তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে একই সময়ে পাকিস্তানের লায়ালপুরেও একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে বি, এস, সি, এজি (অনার্স) নামক স্নাতক কৃষি কোর্স চালু করা হয়। কিন্তু ময়মনসিংহস্থ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'অনার্স' শব্দটি ডিগ্রীর নামের সাথে জুড়ে দেওয়ার পক্ষে কোনো যুক্তি খুঁজে পাননি, কেননা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্বে 'অনার্স' কোর্সের কাঠামো ও অন্তর্নিহিত অর্থ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কাঠামো থেকে ভিন্ন ছিল। সে কারণেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুতে স্নাতক ডিগ্রীর নামের সাথে 'অনার্স' শব্দটি ছিল না। একই দেশের একই পেশাদারী শিক্ষার নাম দু রকমের থাকবে এটা মেনে নিতে ছাত্ররা রাজী হলোনা, কেননা তাতে সুযোগসুবিধা প্রাপ্তির ব্যাপারে বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী ক্ষেত্রে অনার্স গ্রাজুয়েটদেরকে বেশী মূল্য দেয়া হত। তাই পরবর্তী কালে এই 'অনার্স' শব্দটি

ডিগ্রীর নামের পাশে জুড়ে দেওয়ার জন্য দাবী উঠলো এবং পরিশেষে সকল স্নাতক ডিগ্রীর নাম পরিবর্তন হয় এবং সেভাবেই কৃষি অর্থনীতি ডিগ্রীর নাম বি, এস, সি, এজি ইকন (অনার্স) করা হয়।

এরপর এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হলো। কৃষি গ্রাজুয়েটদেরকে দেশের অন্যান্য কারিগরী গ্রাজুয়েটদের সমান মর্যাদা ও বেতন দেবার প্রশ্ন এলো। মেডিক্যাল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ব-বিদ্যালয় (এবং কলেজ) গুলোর স্নাতক কোর্সে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা ছাত্র চার বছর মেয়াদী কোর্সে ভর্তি করা হলো। কৃষি বা কৃষি অর্থনীতির বেলায় এস, এস, সি, পাশ করার পর স্নাতক ডিগ্রী পেতে পাঁচ বছর লাগতো। এই বৈষম্য রেখে কৃষি গ্রাজুয়েটদেরকে অন্যান্য কারিগরী গ্রাজু-য়েটদের সমান মর্যাদা ও বেতন দিতে তদানীন্তন সরকার অস্বীকার করায় ১৯৭০ সালে পাঁচ বছর মেয়াদী কোর্স পরিবর্তন করে অন্যান্য কারিগরী শিক্ষার মত উচ্চ মাধ্যমিকের পর চার বছর মেয়াদী কোর্স চালু করা হয়। পরবর্তী পাঠ্যক্রমে কোর্সের নাম অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু শুধুমাত্র বিজ্ঞানে ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা ছাত্ররা বর্তমান এই কোর্সে ভর্তির বিবেচনায় আসে।

এই সময় কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত নিয়ে তিন বছর মেয়াদী স্নাতক কোর্স প্রণয়ন করা হয়। কারণ কৃষি অর্থনীতির গ্রাজুয়েটদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনীতির গ্রাজুয়েটদের সঙ্গে চাকুরী ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে হয় এবং তাদের কোর্সের সময়সীমা স্নাতক পর্বে তিন বছর। কিন্তু কৃষি অর্থনীতির গ্রাজুয়েটরা কৃষিক্ষেত্রে যেসব চাকুরী পায় সেখানে কারিগরী গ্রাজুয়েটদের সমান বেতন ও মর্যাদা পেতে চায়। কিন্তু একই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ৩ বছর ও ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক কোর্স চালিয়ে সমান মর্যাদার দাবী বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করল। ফলে এক বছর চালু রাখার পর কৃষি অর্থনীতি স্নাতক কোর্সটিকেও ৪ বছর মেয়াদী করে কার্যক্রম পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে এই কোর্সটিই চালু আছে।

৩. স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যতালিকার মূল্যায়ন

স্নাতক পর্যায়ের বর্তমান পাঠ্যক্রমের প্রতিটি পর্বে ছাত্রদেরকে ৭টি তাত্ত্বিক এবং সেই সাথে কিছু কিছু ব্যবহারিক কোর্স নিতে হয় (আগের প্রবন্ধে পাঠ্যক্রম দেখানো হয়েছে)। প্রাথমিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শ নিয়েই পাঠ্যক্রম (curriculum) এবং পাঠ্যতালিকা (syllabus) প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে কোর্সের পরিবর্তন এবং চাহিদা অনুসারে নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। কৃষি অর্থনীতি শিক্ষা যথার্থ এবং কার্যকর করার জন্য মৌলিক কৃষিবিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি বিষয় কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু পাঠ্যক্রমে এ ধরনের সংশোধন করা হলেও পাঠ্যতালিকা বা সিলেবাসে তেমন কোনো সংশোধন করা হয়নি। খামার-ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন অর্থনীতি এবং কৃষি অর্থসংস্থান এই বিষয়গুলির পাঠ্য তালিকায় প্রয়োজনীয়

এবং যথেষ্ট সংশোধন করা হয়েছে বলে আমার মনে হয় (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য)। এছাড়া স্নাতক পর্বের পাঠ্যতালিকায় অন্যান্য বিষয়গুলোতে তেমন উল্লেখযোগ্য সংশোধন আনা হয়নি। মুদ্রাতত্ত্ব ও ব্যাঙ্কিং, সরকারী অর্থব্যবস্থা ও বৈদেশিক বাণিজ্য, কৃষি বিপণন, কৃষি সমবায়, কৃষি মূল্য, গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান এবং কৃষিনীতি ও পরিকল্পনা—এই বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচীতে গত এক দশকে কোনো উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন আসেনি। বিদেশী পুস্তকের সূচীপত্রের বিষয় বস্তুসমূহকে নিয়ে কোন কোন বিষয়ের পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আজো তা অসংশোধিত রয়েছে। এছাড়া পাঠ্যতালিকার অস্পষ্টতার (abstract nature of syllabus) জন্য অনেক সময় কোন কোন প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু শিক্ষা-বহির্ভূত রয়ে যায়। বিশেষ করে যখন বিভিন্ন শিক্ষক একই বিষয় বিভিন্ন সময় শিক্ষা দান করেন তখন এই অসুবিধাসমূহ পরিলক্ষিত হয়। কাজেই পাঠ্যতালিকাভুক্ত বিষয়বস্তুর বর্ণনা প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্যতালিকায় থাকা বাঞ্ছনীয়।

স্নাতক পর্বের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যতালিকায় বেশ কিছু বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। এটি অবশ্য সত্য যে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে কিছুটা পুনরাবৃত্তি থাকে তবে তা মাত্রাতিরিক্ত হলে সামঞ্জস্য নিয়ে আসা দরকার। বর্তমান স্নাতক পাঠ্যক্রমের একটি বিষয় বাংলাদেশের অর্থনীতি। এর পাঠ্যতালিকাভুক্ত বিষয়বস্তুর বেশ বড় একটা অংশ মৌলিক অর্থনীতি, সরকারী অর্থব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, মুদ্রাতত্ত্ব ও ব্যাঙ্কিং, কৃষি অর্থসংস্থান, কৃষি বিপনন ও সমবায়, গ্রামীণ সমাজবিদ্যা বিষয়ের পাঠ্যতালিকায় গভীরভাবে অন্তর্ভুক্ত। দেশের সম্পদের প্রাচুর্য, স্বল্পতা তথা গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি সম্বন্ধে সকল সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীরই কিছু কিছু জানা উচিৎ। তবে কৃষি অর্থনীতির ছাত্র ছাত্রীদের একটি অতিরিক্ত বিষয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে জানবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। কারণ প্রায় প্রতিটি বিষয়ই বাংলাদেশের আলোকে শিক্ষাদান করা হয়। কাজেই শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ক বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ছাত্র ছাত্রীদেরকে অবহিত হতেই হয়। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি পৃথক পূর্ণ বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি আমি যুক্তিপূর্ণ মনে করিনা, বিশেষ করে যেখানে প্রকল্প মূল্যায়ন (Project Appraisal) এবং ইকনোমেট্রিক্স (Econometrics) এর মত প্রয়োজনীয় বিষয় যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে পড়ানোর সুযোগ কম। কাজেই বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়টি তুলে দিয়ে এর বিষয়-বস্তু বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করা যায় এবং যেবস বিষয় পাঠ্যতালিকায় কম গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয় বা আদৌ পড়ানো হয়না সেগুলো পড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

ভূমি-অর্থনীতি বিষয়টির পাঠ্যতালিকায় গত দু' দশকে কোন সংশোধন আনা হয়নি। ভূমি-সম্পদকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বহুবিধ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এবং বহুবিধ পরিকল্পনাও নেয়া হচ্ছে যার প্রতিফলন পাঠ্যতালিকায় থাকা প্রয়োজন। পূর্বে ভূমি-অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিষয়ের পাশাপাশি একটি ব্যবহারিক কোর্সও দেয়া হতো, কিন্তু পরে তা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আমার মনে হয় ভূমি-অর্থনীতির একটি ব্যবহারিক বিষয় থাকা উচিত। এর পাঠ্য তালিকায় বাংলাদেশের ভূমি-সম্পদের

উদ্ভূত সমস্যার প্রকৃতি ও প্রতিকার, ভূমির শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সংযোজিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাত্ত্বিক বিষয়ে গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং প্রধান প্রধান ভূমিসংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে ছাত্রদেরকে অবহিত করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়।

কৃষি মূল্য স্নাতক পর্বের একটি অন্যতম বিষয়। এ বিষয়টিতে ব্যষ্টিক অর্থ নীতির পক্ষপাতিত্ব থাকবেই তবে কিছু অতি প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু, যেমন মূল্য বৈষম্য ও তার প্রকৃতি পাঠ্যতালিকায় উল্লেখ না থাকায় বিভিন্ন শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষাদান কালে পাঠ্য-বহির্ভুত রয়ে গেছে। কৃষি বিপণন বিষয়টির সাথে কৃষি মূল্য বিষয়টির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পূর্বে এ দুটি বিষয় মিলিয়ে একত্রে একটি কোর্স দেওয়া হতো এবং পরবর্তী কালে পাঠ্যক্রমে সংশোধন এনে দুটি পঠ্যতালিকা প্রবর্তন করে নুতন বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে। বিভিন্ন বাজারের গতিপ্রকৃতি, বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদির দ্বারা মূল্য বৈষম্য প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং পণ্যের মূল্যের ওঠানামার সাথে তার সম্পর্ক থাকতে পারে। কৃষি মূল্য বিষয়ের ব্যবহারিক কোর্সে এ ধরনের বিষয়বস্তুর সংযোজন হওয়া উচিৎ। বাজারের কার্যকারিতা (market performance) এবং বাজারের কাঠামোর (market structure) তাত্ত্বিক বিষয়ে পড়াশুনার সাথে ব্যবহারিক প্রয়োগও দরকার। এ সমস্ত বিষয়বস্তু কৃষি মূল্যের ব্যবহারিক কোর্সের পাঠ্যতালিকায় সংযোজন করা উচিৎ।

৪. আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতায় শিক্ষাদান

একজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর কৃষি অর্থনীতির বিভিন্ন প্রশাখায় পারদর্শী হয়ে আসতে পারেন। এমন অহরহ হয়ে থাকে যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর তিনি যে বিষয়ে অপেক্ষাকৃত কম পারদর্শী সেই বিষয়ে শিক্ষাদান করছেন মূলতঃ এই কারণে যে উক্ত শিক্ষক যে বিষয়ে পারদর্শী সে বিষয়টি তার নিজের বিভাগ থেকে পড়ানো হয়না, অন্য বিভাগ থেকে পড়ানো হয়। এ ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ বলে আমি মনে করি। শিক্ষক শিক্ষা দান করে তৃপ্তি পাচ্ছেন না এবং ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষগ্রহণ বোধগম্য হচ্ছেনা এবং আকর্ষণহীন হয়ে উঠছে। এ ক্ষেত্রে পারদর্শিতার যথাযথ ব্যবহারও ব্যাহত হচ্ছে। আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতায় শিক্ষাদান ব্যবস্থা এ সমস্যার সমাধান দিতে পারে। একটি পূর্ণ কোর্সের বিভিন্ন অংশ উৎসাহ ও পারদর্শিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা শিক্ষা দান করা যেতে পারে। এ ধরনের সহযোগিতার শিক্ষাদান করার নিয়ম সীমিত ভাবে চালু আছে। কোনো বিভাগে শিক্ষকের অভাব দেখা দিলে বা কোন একজন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে এ রকম সহ-যোগিতা করা হয়। বিষয়টি এভাবে না করে নীতিগতভাবে করলে সকল সময়ই আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা চালু থাকবে এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হবে।

৫. উপসংহার

যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক অতি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা পদ্ধতি সুষ্ঠ হচ্ছে কিনা তা তাঁদের-কেই ভেবে দেখতে হবে। কাজেই কৃষি অথনীতির বর্তমান পর্যায়ের শিক্ষা কতটা আধুনিক তার মূল্যায়ন করার প্রয়োজন আছে। পাঠ্যক্রমে বিষয় সংযোজন বা সংশোধনের ব্যাপারটি অপেক্ষাকৃত জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। পাঠ্যতালিকায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর সংযোজন বা সংশোধন যথার্থ মনে হলে তা প্রস্তাবাকারে এনে কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায় না থেকে সংশোধিত পাঠ্যতালিকা মোতাবেক শিক্ষাদান শুরু করা যেতে পারে। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষকরা সুষ্ঠু শিক্ষাদানে কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তা আলোচনা এবং সমাধানের জন্য অন্ততঃ মাসে একবার বিভাগীয় বা অনুষদীয় পর্যায়ে বৈঠক হওয়া দরকার। ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের যথার্থতা যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন পদ্ধতি রয়েছে, তেমনি শিক্ষাদান প্রক্রিয়া মূল্যায়নের জন্য নীতিমালা গ্রহণ করা উচিৎ।